ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩, ৩০ জুন, ২০২৬

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে ডাঃ জুবাইদা রহমান

পরিবেশ সুরক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কার্যকর অবদান রাখতে পারেন

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ এবং 'ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে বিজ্ঞান মেলা' শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ জুবাইদা রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে গত ১০ জুন ২০২৬ কার্জন হল চত্বরে নিম গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে মাসব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন এই কর্মসূচির আয়োজন করে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-সহ প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, জিয়াউর রহমান

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

কিউএস বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এবারও দেশসেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (QS) প্রকাশিত ২০২৭ সালের QS World University Rankings 2027: Top Global Universities শীর্ষক তালিকায় তৃতীয়বারের মতো বিশ্বের সেরা ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, গত দুই বছরের র‍্যাঙ্কিংয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ সেরা হয়েছিলো।

বিশ্বের ১ হাজার ৫০৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক মান মূল্যায়নের জন্য QS বর্তমানে মোট ৯টি সূচক ব্যবহার করে, যার প্রতিটিতে সর্বোচ্চ স্কোর ১০০। সূচকগুলোর গড় স্কোরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত অবস্থান নির্ধারিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির সামগ্রিক (Overall) স্কোর ২৮.৩। একাডেমিক সুনাম (Academic Reputation) সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৮.৩ স্কোর অর্জন করেছে, যা দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি বহন করে।

কর্মসংস্থান ফলাফল (Employment Outcomes) সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি ৯৫.০ স্কোর অর্জন করেছে, যা স্নাতকদের কর্মক্ষেত্রে উচ্চ গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতার প্রতিফলন। একই সঙ্গে নিয়োগদাতাদের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম (Employer Reputation) সূচকে প্রাপ্ত ৫০.৮ স্কোর চাকরিদাতাদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে নির্দেশ করে।

গবেষণা ও আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়টি উল্লেখযোগ্য অবস্থান ধরে

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপিত হচ্ছে

গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার এবং মেধাসম্পদের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই একটি 'টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ২২ জুন ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ডিপিডিটি-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সমন্বয়ে পরিচালিত জাতীয় নেটওয়ার্কের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা। এই কেন্দ্র

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

ঢাবিকে বিশ্বের শীর্ষ ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে নিয়ে যেতে চাই ঃ উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাকেন্দ্রিক, উদ্ভাবননির্ভর এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের শীর্ষ ২০০ একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

গত ২৯ জুন ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, প্রতিষ্ঠার ১০৫ বছরের গৌরবময় পথচলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতীতের ঐতিহ্য ও অর্জনের ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ক্রমেই সুদৃঢ় হচ্ছে। টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের তুলনায় ৬০০ ধাপ এগিয়ে ৪০১-৬০০ ব্যান্ডে স্থান অর্জন করেছে। একইসঙ্গে কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৭-এ টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বের সেরা ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান ধরে রেখেছে এবং কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

ঢাবি এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ৫-দিনের চীন সফর শেষে গত ২৭ জুন ২০২৬ দেশে ফিরেছেন।

সফরকালে গত ২৬ জুন ২০২৬ বাংলা ভাষায় যৌথ স্নাতক প্রোগ্রাম বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েনহুই নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির অধীনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের বাংলা বিভাগের স্নাতক শিক্ষার্থীদের বাংলা শোনা, বলা, পড়া এবং লেখার দক্ষতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ের বাংলা ভাষা প্রোগ্রামের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা প্রোগ্রামের পাঠক্রম সূচি অনুযায়ী উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিস্টারে এক সেমিস্টার

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ঢাবি'র ২০ বছর মেয়াদি একাডেমিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 'Academic Development Plan for Dhaka University' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ১৮ জুন ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক মো. ইসরাফিল প্রাং, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মকর্তারা।

কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত ২০ বছর মেয়াদি একাডেমিক পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক রূপরেখা উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

জাতীয় পরিবেশ পদক পেলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)

পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' লাভ করেছেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ৭ জুন ২০২৬ এসংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। উল্লেখ্য, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) এবং রসায়ন বিভাগের

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাবি ও অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিস-এর মধ্যে বৈঠক

গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিস (এসিইউ)-এর মধ্যে গত ১১ জুন ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে বৈঠকে অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিস-এর মহাসচিব অধ্যাপক কলিন রিওর্ডান ও দক্ষিণ এশিয়ায় মেম্বারশিপ এনগেজমেন্ট লিড মিস ইকিতা পোখারনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং প্রক্টর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠককালে তাঁরা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

বার্মিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাফল্য: ঢাবির সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণে ইউনেস্কোর আগ্রহ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে গত ১৫ জুন ২০২৬ তাঁর কার্যালয়ে ইউনেস্কো বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রধান নরিহিদে ফুরুকাওয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, অধ্যাপক ড. সাঈদুর রহমান, ড. মো. মনির উদ্দিন, জান্নাতুন নাহার, ইউনেস্কোর কক্সবাজার সাব-অফিসের প্রধান জেমস রাসেল এবং কক্সবাজারের শিক্ষা বিষয়ক ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ধনা রঞ্জন ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত বার্মিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গা শিক্ষকদের বার্মিজ ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে মিয়ানমার কারিকুলাম কার্যকরভাবে পাঠদানের সক্ষমতা উন্নয়ন। এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিশুদের ভবিষ্যতে মিয়ানমারের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজে পুনঃএকীভূত হওয়ার প্রস্তুতি জোরদার করার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাসহায়তা কার্যক্রমে কার্যকর মডেল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইউনেস্কো বাংলাদেশের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (CODEC)। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এ প্রকল্পের কারিগরি অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) এবং কক্সবাজার শিক্ষা সেক্টর প্রকল্পটিকে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সাঈদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কারিগরি দল প্রকল্পের পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) প্রণয়ন, প্রশিক্ষণের গুণগত মান তদারকি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ দলে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনসারুল আলম, ড. মো. মনির উদ্দিন এবং জান্নাতুন নাহার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকল্পের আওতায় মোট ২,২২১ জন রোহিঙ্গা শিক্ষক সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা শিক্ষা এবং মিয়ানমার কারিকুলাম বাস্তবায়নের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাক্ষাৎকালে ইউনেস্কো প্রতিনিধিরা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তারা বার্মিজ ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী সহযোগিতা গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এ ধরনের মানবিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততাকে স্বাগত জানান এবং শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সঙ্গে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ জুবাইদা রহমান বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান পৃথিবীকে আরও সুন্দর, সবুজ ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণকে গতানুগতিক কর্মসূচির মধ্যে না রেখে জনগণের অংশগ্রহণে এটিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর করতে হবে। এলক্ষ্যে তিনি সবুজ স্বেচ্ছাসেবা, ক্লাইমেট ইউথ ফেলোশিপ এবং পরিবেশ স্টার্টআপ তহবিল গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্কুল পাঠক্রমে সবুজ স্বেচ্ছাসেবা সংযুক্ত করতে হবে। বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অভিনব উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের মানুষের কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এলক্ষ্যে সরকার আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং 'ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে বিজ্ঞান মেলা'

'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আইনি প্রতিনিধিত্ব' বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এডভান্সড লিগ্যাল স্টাডিজের উদ্যোগে 'Legal Representation in Death Penalty Cases in Bangladesh: An Empirical and Conceptual Analysis' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১০ জুন ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেন্টার ফর এডভান্সড লিগ্যাল স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদার সভাপতিত্বে ডেথ পেনাল্টি প্রজেক্ট (ডিপিপি)'র উপ-নির্বাহী পরিচালক সল লরফ্রেন্ড এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডেথ পেনাল্টি প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার কনি পার্কার ধীনাকরণ গবেষণার পরিচিতি তুলে ধরেন। গবেষক রাফিদ আজাদ সৌমিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আইন অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আইন বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল আওয়াল ও ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মেহেলিক আনান রামিসা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি মৃত্যুদণ্ড বিরোধী। এটা আমার মানবাধিকারের প্রতি একটি অঙ্গীকার। এই ক্যাম্পেইনের আমি একজন অংশীদার। তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। প্রতিটি সাধারণ নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। যখন দেখি ৮ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণ করার পরে হত্যা করা হয়েছে, আলামত নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, তখন এই সমাজের একজন অংশ হিসেবে, মানুষ হিসেবে আমারও মনে হয় এদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, ৮ বছরের শিশুকে যেভাবে হত্যা করা হয়, এই সামাজিক বাস্তবতায় আমরা যদি মৃত্যুদণ্ড রদ করতে চাই, সেটা আমাদের জন্য একটা সোশ্যাল ব্যাকফায়ার করতে পারে।

তিনি বলেন, প্রত্যেক আসামিরই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আমরা গত মাসে 'আইনগত সহায়তা দপ্তর' প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতিটি জেলায় লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করেছি। সেখানে জেলা জজের তত্ত্বাবধানে লিগ্যাল এইড কমিটি কার্যক্রম শুরু করবে। মানুষের দোরগোড়ায় লিগ্যাল এইড পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার। আমরা চাই লিগ্যাল এইড অফিস উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখুক। তাহলে মামলার জট এবং হয়রানি কমবে। আমরা একটি বাধ্যতামূলক লিগ্যাল এইড দেওয়ার জন্য বিধান করতে চাচ্ছি।"

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আইনি প্রতিনিধিত্ব' বিষয়ক গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পথ সুগম হবে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব উপাত্তের ভিত্তিতে সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ও কার্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারাপ করেন।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০২৬-এ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১৩২তম স্থান লাভ করেছে। উভয় র‍্যাঙ্কিংয়েই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। এ ছাড়া ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলসেভিয়ার প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক ও গবেষক স্থান পেয়েছেন, যা বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। সামগ্রিকভাবে এসব অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে।

উপাচার্য তাঁর অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষকে সামনে রেখে প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি একাডেমিক প্ল্যান (২০২৬-২০৪৬)'-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্ভাবন, নৈতিক নেতৃত্ব, গবেষণা উৎকর্ষ, শিক্ষা আধুনিকায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আধুনিক মেডিকেল বায়োসায়েন্স ক্যাম্পাস, আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল এবং অত্যাধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে পূর্বাচলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে নতুন শিক্ষা ও গবেষণা অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ডিজিটাল রূপান্তর কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনলাইন একাডেমিক ও প্রশাসনিক সেবা সম্প্রসারণ, স্মার্ট আইডি কার্ড চালু, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ উন্নয়ন, ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন এবং সেবা কার্যক্রমকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা তহবিল বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে অ্যালামনাইদের অংশগ্রহণ আরও সুসংগঠিত করে গবেষণা ও শিক্ষার্থী কল্যাণে পৃথক দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করেন।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১০৩৯ কোটি ০৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ১০৩৩ কোটি ২১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।

পরে উপাচার্যের অভিভাষণ এবং কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার ওপর সিনেট সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে বাজেট অনুমোদন করা হয়।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় জুডো (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ২৪ জুন ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কিউএস র‍্যাঙ্কিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেখেছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক (International Research Network) সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর ৬১.১, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। টেকসই উন্নয়ন (Sustainabilit) সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি ৬০.৬ স্কোর অর্জন করেছে, যা পরিবেশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও টেকসই উনয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এর অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি (Citations per Faculty) এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (Faculty Student Ratio) সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কোর যথাক্রমে ৮.০ ও ৮.০। আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত (International Faculty Ratio) সূচকে ২.০ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত (International Student Ratio) সূচকে ১.৪ স্কোর অর্জিত হয়েছে। এসব সূচক ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিকীকরণ ও গবেষণা সক্ষমতা আরও জোরদারের প্রয়োজনীয়তার দিকটিও নির্দেশ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্য শিক্ষা, গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রতিফলন।

জাতীয় পরিবেশ পদক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম পরিবেশ, বায়ু দূষণ ও প্রযুক্তি বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' লাভ করায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর এই অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গর্বিত।

ঢাবি এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

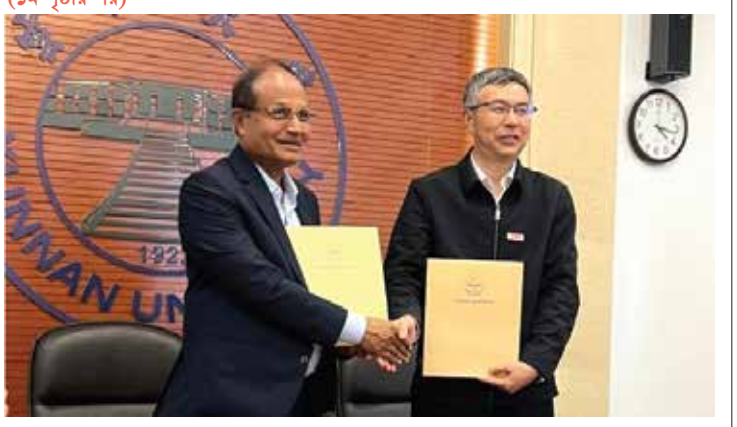

অধ্যয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী প্রেরণ করবে। ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পরিচালনা করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সফলভাবে পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাপনী সনদপত্র প্রদান করবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'চাইনিজ ব্রিজ' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন।

একাডেমিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মশালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাসিনা খান এবং অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন জাতীয় অর্জনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনন্য। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে দীর্ঘমেয়াদি, টেকসই ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণের বিকল্প নেই।

উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের মেধা, দক্ষতা এবং সম্ভাবনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এসব সম্পদকে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে আগামী কয়েক দশকের উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাতারে উন্নীত করা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, পরিকল্পনাটি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যেন সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে পারে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

সোমালিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফেডারেল রিপাবলিক অফ সোমালিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. শেখনুর মোহাম্মদ হাসান গত ২২ জুন ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমালিয়ার শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং তাদের বৃত্তি প্রদান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। রাষ্ট্রদূত সোমালিয়ার শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া, সোমালিয়ায় শান্তি রক্ষা ও অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সহযোগিতার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার এবং এ দেশের জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সোমালিয়ার শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল

জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. মো. জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ জুন ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন মাসাতাকা তাতসুমি এবং ড. বেনি আরসেন এনতোয়ারি।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান এবং ফার্মেসী বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলটি গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সফর করে।

ইউএমটি প্রেসিডেন্ট

পাকিস্তানের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি (ইউএমটি)-এর প্রেসিডেন্ট মি. ইব্রাহিম হাসান মুরাদ গত ৩০ জুন ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকীকরণ ও আউটরিচ অফিসের পরিচালক মি. মুত্তাকী আরমান মালিক তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাকিস্তানের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবোটিক্স এবং প্রকৌশল বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

ইউএমটি-এর প্রেসিডেন্ট মি. ইব্রাহিম হাসান মুরাদ ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমানের গবেষণা পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাকিস্তানের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাবি ও অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি ও ফেলোশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। যৌথ গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসিইউ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার উপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে একসঙ্গে কাজ করা, যা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ধারণাগুলোকে বাস্তব সমাধানে রূপান্তর করতে সক্ষম করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং শিক্ষাদান, শিখন ও গবেষণায় উদীয়মান প্রযুক্তির দায়িত্বশীল একীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার অব্যাহত রাখতে হবে, যেখানে কোনো শিক্ষার্থী পিছিয়ে থাকবে না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরের জন্য এসিইউ মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এসিইউ মহাসচিবের এই সফর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে এসিইউ মহাসচিবের সহযোগিতা কামনা করেন।

পরে, এসিইউ মহাসচিব উপাচার্যের কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবহারকারীদের সরাসরি ব্যক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে পেটেন্ট ডেটাবেস এবং অন্যান্য কারিগরি তথ্যের উৎস অনুসন্ধানের সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া, কেন্দ্রটি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কারিগরি সমস্যা চিহ্নিত করার বিষয়ে কাজ করবে। এটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক বা সর্বশেষ প্রযুক্তিগত অবস্থা (state-of-the-art) বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করবে। পাশাপাশি শিল্প-সম্পদ অধিকারসহ পেটেন্ট–সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমেও কেন্দ্রটি ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ডিপিডিটি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার বিশ্বের গবেষকদের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দেশের ওষুধ শিল্পের উন্নয়ন এবং মানবকল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবি ও কিলু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির মধ্যে বৈঠক

গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের কিলু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির মধ্যে গত ২৯ জুন ২০২৬ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর আলম সিদ্দিকী এবং কিলু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ওয়াং শিয়াও, অধ্যাপক ওয়েই লিউ ও প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের কিলু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির মধ্যে চলমান যৌথ একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের বেইহাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লিন ঝাং-এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ জুন ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জিংঙ ওয়েং এবং মিস জিয়ানওয়েই সান। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বেইহাং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

এবিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য চীনে গমণ করেন। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরে চীনা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং রাশিয়ান হাউসের পরিচালক মিস আলেকজান্দ্রা এ. খেলভনয় গত ১১ জুন ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় একই দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিভাগের প্রধান মি. প্রশান্ত কুমার বর্মণ এবং সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক দল বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, তাঁরা রাশিয়ার সেন্ট-পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ৩ মাসব্যাপী একটি ফ্রি রুশ ভাষা কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান রুশ ভাষা কোর্সটির সম্প্রসারণের ওপরও তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)- এর সঙ্গে ডেনিশ প্রতিনিধিদলের মতবিনিময়

ডেনিশ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস-এর উপদেষ্টা কেট গ্রিফিথস-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ জুন ২০২৬ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় ডেনিশ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস-এর প্রজেক্ট কন্ট্রোলার সেলমা ইয়াহিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাবের পরিচালক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক পরিবর্তনে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান সহযোগিতামূলক উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

সম্প্রতি ডেনিশ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস-এর সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তরুণদের মানবাধিকার ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে তরুণদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং তাদের সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সাক্ষাৎ শেষে উভয় পক্ষ মানবাধিকার শিক্ষা, গবেষণা, তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক গত ২৬ জুন ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুই দিনব্যাপী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও ওয়াটারপোলো (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন

ঢাবির সঙ্গে শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার সুযান রাইল গত ২৪ জুন ২০২৬ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিক্স এবং অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও একাডেমিক বিনিময় কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রকৌশল অনুষদসহ বিভিন্ন আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি জাতীয় উন্নয়ন ও মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার সুযান রাইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সাফল্য ও আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা খাত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মোকাবিলা ও জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের উদ্বোধন

নগর তাপপ্রবাহের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসন এবং জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নে নীতিনির্ধারকদের প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "এক্সপোজিং হিডেন হিট: ম্যাপিং হিট-ড্রিভেন হেলথ ডিসপ্যারিটিস এ্যান্ড এ্যাডভান্সিং পলিসি ইমপ্লিকেশন ফর ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট ইন ঢাকা, বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ১৫ জুন ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ওয়েলকাম ট্রাস্টের অর্থায়নে পরিচালিত এই বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে অংশীদার হিসেবে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্রের টুলেইন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি হেলথ সায়েন্সেস সেন্টার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গবেষকগণ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নগর তাপপ্রবাহের চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন এবং কার্যকর অভিযোজন কৌশল প্রণয়নে ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রবিউল আউয়াল। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, গবেষণা কাঠামো এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্রের টুলেইন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি হেলথ সায়েন্সেস সেন্টারের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এসময় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের দলগত বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন

গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষার্থী মীর ময়নুল হক এবং তাঁর এম এস তত্ত্বাবধায়ক প্রাক্তন ইউনেস্কো অধ্যাপক ড. জন আলফ্রেড ট্যালেন্ট-এর স্মৃতি রক্ষার্থে এই এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়। 'মীর ময়নুল হক এন্ড জন ট্যালেন্ট মেমোরিয়াল এনডাউমেন্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত মীর ময়নুল হকের ছোট ভাই ড. মীর মুবিনুল হক ১ কোটি টাকার একটি চেক গত ২ জুন ২০২৬ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের কাছে হস্তান্তর করেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম এ লতিফ মিলনায়তনে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর, ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. বদরুদ্দোজা মিয়া, প্রয়াত মীর ময়নুল হকের সহোদর মীর মফিদুল হক, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ, ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এনডাউমেন্ট ফান্ডের ৩০ ভাগ অর্থ দিয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে 'ময়নুল-ট্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ল্যাবরেটরি' স্থাপন করা হবে। অবশিষ্ট ৭০ ভাগ টাকার লভ্যাংশ থেকে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চারদের পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা, এমএস ফেলোশিপ , স্কলারশিপ ও ফিল্ড ওয়ার্ক সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুদান বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এনডাউমেন্ট ফান্ডের দাতা ড. মীর মুবিনুল হকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক ডিসেমিনেশন কর্মশালা

রসায়ন বিভাগ ও ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে 'Double Salt Ionic Liquids as Templates for Synthesis of Cobalt Ferrite Nanoparticles as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction' শীর্ষক এক ডিসেমিনেশন কর্মশালা গত ৪ জুন ২০২৬ মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর অর্থায়নে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন ও ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যৌথ গবেষণা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর অধ্যাপক ড. মো. আবু বিন হাসান সুসান 'OIonic Liquids- Neoteric Medium for Development of Nanomaterials' শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন। কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর প্রভাষক মো. আকিব হাসান স্বাগত বক্তব্য দেন। গবেষণা প্রকল্পের রিসার্চ ফেলো মো. নাঈমুর রহমান মূল প্রবন্ধ এবং গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক ড. মো. এমরান কাইয়ুম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মির্জা রাইয়ান মোস্তফা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম গবেষণার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে ডিসেমিনেশন কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে মানসম্মত পাবলিকেশন ও নিয়মিত সাইটেশন হালনাগাদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে গবেষণার তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে আপলোড করার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। এ ধরনের কর্মশালা তরুণ গবেষকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং শিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক অগ্রগতিতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে সমুদ্র গবেষণা জোরদার করতে ঢাবি এবং চীনের এফআইও'র মধ্যে বৈঠক

বাংলাদেশে সমুদ্র গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফি (এফআইও)-এর মধ্যে গত ২ জুন ২০২৬ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারন্যান্স (আইসিওজি)-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী, চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের উপ-মহাপরিচালক মি. আন্তাও ওয়াং, ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফির সিনিয়র বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. ফাংলি কিয়াও, ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক মি. ইয়াফেং ইয়াং, অধ্যাপক চাংশুই জিয়া, অধ্যাপক ড. শিজু ওয়াং এবং অধ্যাপক ড. শিন শান অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে তাঁরা বাংলাদেশে সামুদ্রিক দুর্যোগ বিষয়ে আগাম সতর্কতা ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিআইডিসিএ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং তরুণদের জন্য আরও শেখার সুযোগ সৃষ্টিতে চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ ওশানোগ্রাফির মধ্যে সমুদ্র গবেষণা বিষয়ক চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি আরও জোরদারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ব্লু ইকোনমি উন্নয়নে ঢাবি ও চীনের যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারন্যান্স ও চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি -এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় জলসীমায় আধুনিক সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশগত মডেলিং কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ২ জুন ২০২৬ এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।

এসময় আরও বক্তৃতা করেন আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর, HEAT প্রকল্পের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ড. টোনিয়া অ্যাস্ট্রিড ক্যাপুয়ানো, FIO-এর বিজ্ঞানী ড. শুমিন জিয়াং। স্বাগত বক্তব্য দেন ICOG-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. কে. এম. আজম চৌধুরী। এছাড়া, সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-গবেষক, শিক্ষার্থী এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফির বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ICOG-DU ও FIO-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে ক্রেস্ট বিনিময় করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, সমুদ্রবিজ্ঞান, উপকূলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে চলমান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

উপাচার্য আরও বলেন, বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক বাংলাদেশের অর্থনীতি, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীলতা সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফির সঙ্গে পরিচালিত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম দেশের সমুদ্র পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তিনি জানান, আন্দামান সাগরে GNSS বয়া সফলভাবে স্থাপন এবং মেঘনা মোহনায় CNSS বয়া স্থাপনের চলমান উদ্যোগ বাংলাদেশের সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। এসব প্রযুক্তি উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা, নৌ-নিরাপত্তা, দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, জলবায়ু অভিযোজন এবং টেকসই ব্লু ইকোনমি পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্রী বিভাগে ঢাবি চ্যাম্পিয়ন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের একক ও দ্বৈত বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের দ্বৈত বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, দেশের ১৮ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে 'প্রফেসর ইমেরিটাস' পদে যোগদান করায় অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশীদকে গত ২৮ জুন ২০২৬ ফার্মেসী কনফারেন্স রুমে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ফার্মেসী অনুষদ এই সংবর্ধনার আয়োজন করে।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮